১

আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের পরিচিতি

Introduction to International Business

ব্যবসায় হলো সকল বৈধ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সমষ্টি, যার মাধ্যমে মানুষ মুনাফা অর্জনের জন্য পণ্য বা সেবা উৎপাদন, বণ্টন ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কাজে ব্যস্ত থাকে। যখন নির্দিষ্ট দেশের সীমানার মধ্যে এই ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড সংগঠিত হয়, তখন তাকে অভ্যন্তরীণ ব্যবসায় বলে। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের মাধ্যমে এক দেশের সাথে অন্য দেশের পণ্য বা সেবার উৎপাদন ও বণ্টনের সাথে সম্পর্কযুক্ত সকল ব্যবসায়িক কাজ সম্পাদিত হয়। প্রাচীনকাল থেকেই ইউরোপের বণিকরা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে কলোনি স্থাপন করে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করে। ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের পর চলমান আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রকৃতি পরিবর্তন হয়, গতি ও আওতা বৃদ্ধি পায়। মূলত তখন হতেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নতুন নতুন প্রয়োজনীয় পণ্য ও উৎপাদন কৌশল আদান-প্রদানের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১.১ : আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের ধারণা ও গুরুত্ব
পাঠ-১.২ : আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ে প্রবেশের ধরন
পাঠ-১.৩ : আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের ওপর বাহ্যিক প্রভাব

পাঠ-১.১ আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের ধারণা ও গুরুত্ব

Ideas and Importance of International Business

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- আন্তর্জাতিক ব্যবসায় সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন; এবং
- আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের বহুমাত্রিক গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে পারবেন।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অর্থনীতির বিশ্বায়ন ও দেশগুলোর মধ্যে বিভিন্নতা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে একদিকে যেমন প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি করে, অন্যদিকে সম্ভাবনাও তৈরি করে। আন্তর্জাতিক ব্যবসায় ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে বিশ্বায়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দুই বা ততোধিক দেশের মধ্যে পণ্য বা সেবার বিনিময় কার্যক্রমকে আন্তর্জাতিক ব্যবসায় বলে। ভোক্তা, উৎপাদনকারী ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের গুরুত্ব অপরিসীম। আন্তর্জাতিক ব্যবসায় পরিচালনা এবং কৌশলগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ব্যবসায়িক পরিবেশ পর্যালোচনা করা আবশ্যক। আন্তর্জাতিক ব্যবসায়সংক্রান্ত জ্ঞান, ব্যবসায় পরিচালকদের মধ্যে নমনীয়তা, অভিযোজন যোগ্যতা, আন্তঃসাংস্কৃতিক যোগাযোগ ও সম্পর্ক তৈরির মতো মনোভাব ও দক্ষতা তৈরি করে, যা বৈশ্বিক ব্যবসায়িক পরিবেশে তাদের সাফল্যকে বাড়িয়ে তোলে।

বিশ্বায়ন

Globalization

কয়েক দশক ধরে বিশ্ব অর্থনীতিতে একটি মৌলিক পরিবর্তন ঘটছে। আমরা এমন এক বিশ্ব থেকে সরে যাচ্ছি, যেখানে জাতীয় অর্থনীতিগুলো অপেক্ষাকৃত স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। শুধু তা-ই নয়, বিভিন্ন আন্তঃসীমান্তগুলো বাণিজ্যের প্রতিবন্ধকতা, দূরত্ব, সময়, অঞ্চল ভাষা, সংস্কৃতি, সরকারি নিয়ন্ত্রণ, ব্যবসায়ব্যবস্থা দ্বারা একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। এখন আমরা এমন একটি বিশ্বের দিকে অগ্রসর হচ্ছি, যেখানে সীমান্ত বাণিজ্য ও প্রতিবন্ধকতা হ্রাস পাচ্ছে; পরিবহন ও টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তির কারণে দূরত্ব হ্রাস পাচ্ছে; সাংস্কৃতিক সমন্বয় ঘটছে এবং জাতীয় অর্থনীতিগুলো একটি নির্ভরশীল ও সমন্বিত বৈশ্বিক অর্থনৈতিকব্যবস্থায় রূপান্তরিত হচ্ছে। সাধারণত যে প্রক্রিয়া দ্বারা এটি ঘটে তাকে বিশ্বায়ন বলা হয়।

বিশ্বায়ন হলো বর্তমান তথ্য-প্রযুক্তির উন্নয়নের যুগের একটি বহুল প্রচলিত ও সর্বগ্রহণযোগ্য ধারণা। বিশ্বায়ন বলতে বিশ্বের বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত বিভিন্ন অংশের মানুষের মধ্যে পরস্পর নির্ভরশীল সম্পর্কের সম্প্রসারণকে বোঝায়। সাধারণ কথায় বিশ্বায়ন বলতে সমগ্র বিশ্বের পুঁজি ও প্রযুক্তির অবাধ প্রবাহ, মুক্তবাজার অর্থনীতি, তথ্য-প্রযুক্তির সম্প্রসারণ, ব্যবসায়িক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের অবাধ চলাচলের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী এক সেতুবন্ধ স্থাপনের প্রয়াসকে বোঝায়। অর্থাৎ বিশ্বায়ন হলো এমন এক ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে সমগ্র বিশ্ব একটি 'একক বিশ্বব্যবস্থায়' রূপান্তরিত হয়।

আন্তর্জাতিক ব্যবসায়

International Business

পৃথিবীতে কোনো দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, সে কারণে ব্যবসায়ের পরিধি একটি দেশের সীমানা পেরিয়ে বিশ্বব্যাপী বিস্তৃতি ও প্রসার লাভ করেছে। বিশ্বায়নের কারণে আমরা আরো বৈচিত্র্যময়, মানসম্পন্ন বা কম দামে পণ্য বা সেবা পেতে সক্ষম হয়েছি। দুই বা ততোধিক দেশের মধ্যে বিভিন্ন বিশেষায়িত পণ্য বা সেবার বিনিময় কার্যক্রমকে আন্তর্জাতিক ব্যবসায় বলে। অর্থাৎ দুই বা ততোধিক দেশের মধ্যে সংগঠিত বিক্রয়, বিনিয়োগ, পরিবহনসহ সব বাণিজ্যিক লেনদেন নিয়ে গঠিত হয় আন্তর্জাতিক ব্যবসায়। একটি দেশ যেসব পণ্য তুলনামূলকভাবে কম খরচে উৎপাদন করার মাধ্যমে সেসব পণ্যের উৎপাদনে বিশেষায়ন করতে পারে এবং পরবর্তীতে এসব পণ্যের উদ্বৃত্ত অংশ অপরাপর দেশে উদ্বৃত্ত পণ্যের সাথে বিনিময় করে। একটি দেশ যখন বিভিন্ন পণ্য বা সেবাকর্ম অন্যান্য দেশের নিকট বিক্রয় করে তখন তাকে রপ্তানি বলে। আর একটি দেশ অন্যান্য দেশের নিকট থেকে যখন পণ্য ও সেবাকর্ম ক্রয় করে তখন তাকে আমদানি বলে। পরিশেষে বলা যায়, সাধারণত প্রাকৃতিক সম্পদের বৈচিত্র্যতা, কারিগরি দক্ষতায় ভিন্নতা, পণ্যের বিশেষীকরণ, শ্রম দক্ষতার পার্থক্য,

মুদ্রাব্যবস্থার পার্থক্য ইত্যাদি কারণে দুই বা ততোধিক দেশের মধ্যে যে ব্যবসায়িক সম্পর্ক তৈরি হয়, তাকে আন্তর্জাতিক ব্যবসায় বা বাণিজ্য বলে। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশ প্রধানত তৈরি পোশাক, কৃষিজাত পণ্য যেমন–পাট ও পাটজাত দ্রব্য, হিমায়িত চিংড়ি ইত্যাদি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করে। আবার বাংলাদেশে কয়লা, পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য, শিল্পের কাঁচামাল, মূলধনী যন্ত্রপাতি ইত্যাদি বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানি করে।

আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের গুরুত্ব

Significance of International Business

দুটি দেশের মধ্যে উপকরণের সহজলভ্যতা, উৎপাদন ও দক্ষতার বিশেষীকরণ বা শ্রম বিভাগই হলো আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের মূল ভিত্তি। বিশ্ব অর্থনীতি এখন কেবলমাত্র পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল নয়; আন্তঃসংযুক্তও বটে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য একটি দেশের সম্পদ বৃদ্ধিতে ও অর্থনৈতিক উন্নয়নকে নানাভাবে প্রভাবিত করতে পারে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের যেমন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে, তেমনি সাধারণ ব্যবসায়ী ও উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের জন্যও আন্তর্জাতিক ব্যবসায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

(ক) ভোক্তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে

From the View Point of Consumers

(১) সুবিধাজনক মূল্যের মানসম্মত পণ্য ভোগ

Enjoy Quality Products at a Convenient Price

মুক্তবাজার অর্থনীতির কারণে আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পায়। ফলে দেশের আন্তর্জাতিক উৎপাদন ব্যয় যেমন হ্রাস পায়, তেমনি ভোক্তারা প্রতিযোগিতামূলকভাবে কম মূল্যে বিভিন্ন দেশের আমদানীকৃত পণ্য ব্যবহারের সুযোগ পায়। এ ছাড়া প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য উৎপাদনকারীরা পণ্যের মানোন্নয়ন ও ভোক্তার সন্তুষ্টি বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট থাকে।

(২) অনুৎপাদিত ও নতুন পণ্য ভোগ

Consumption of Unproduced and New Goods

কোনো দেশ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। তাই যে সকল পণ্যদ্রব্য সংশ্লিষ্ট দেশে উৎপাদন করা সম্ভব হয় না, আমদানির মাধ্যমে যে সকল পণ্যদ্রব্যের দেশীয় চাহিদা মেটানো সম্ভব হয়। যেমন : বাংলাদেশ গাড়ি, কম্পিউটার, রেফ্রিজারেটর ইত্যাদি আমদানি করতে পারে। আবার পাট, চা, চামড়া, জামদানি কাপড় রপ্তানি করতে পারে। আমদানি-রপ্তানির মাধ্যমে ভোক্তারা সহজেই উন্নত দেশের নতুন নতুন উদ্ভাবিত পণ্য ব্যবহারেরও সুযোগ পায়।

(৩) কর্মসংস্থানের সুযোগ

Opportunity for Employment

আন্তর্জাতিক ব্যবসায় দেশের উৎপাদনকে আরো ত্বরান্বিত করে। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়। সেই কারণে উৎপাদন থেকে শুরু করে চূড়ান্ত ভোক্তার নিকট পণ্যদ্রব্য পৌঁছানো পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে অসংখ্য জনবলের প্রয়োজন হয়। ফলে একদিকে যেমন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে, তেমনি জনগণের জীবনযাত্রার মানও উন্নত হচ্ছে।

খ) উৎপাদনকারীর দৃষ্টিকোণ থেকে

From the View Point of Producers

(১) দেশীয় বাজার সম্প্রসারণ

Expansion of Domestic Market

আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের কারণে বিদেশের বাজারে দেশীয় পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। ফলে বিশ্বব্যাপী দেশীয় বাজার সম্প্রসারণের সুযোগ পায়, ফলে উৎপাদনকারীর উৎপাদনের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়।

(২) উৎপাদন ব্যয় হ্রাস
Reduction of Production Cost

আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের মাধ্যমে উৎপাদনকারী সংশ্লিষ্ট দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারের চাহিদা পূরণ করে অতিরিক্ত পণ্য বিদেশের বাজারে বিক্রি করে। এতে উৎপাদনকারীর জন্য বৃহদায়তন উৎপাদনের সুযোগ তৈরি হয়। ফলে পণ্যের উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায় এবং বাজার বৃদ্ধির সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

(৩) ব্যবসায়িক ঝুঁকি হ্রাস
Reduction of Business Risk

আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ে বাজার পরিধি বৃদ্ধির কারণে উৎপাদনকারীর ব্যবসায়িক ঝুঁকি অনেকটাই কমে যায়। কোনো একটি বাজার ক্ষতিগ্রস্ত হলে অন্য বাজার দ্বারা উক্ত ক্ষতি পূরণ করা সম্ভব হয়।

(গ) অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে
From View Point of Economy

(১) অর্থনৈতিক উন্নয়ন
Economic Development

পৃথিবীর প্রত্যেক দেশ প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য নিজেদের সম্পদ ও উপকরণপ্রাপ্তির সুবিধা, দক্ষতা অনুসারে সর্বোচ্চ উৎপাদন করতে পারে। ফলে দেশে অব্যবহৃত সম্পদের সঠিক ব্যবহার, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, উৎপাদন বৃদ্ধি তথা সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে।

(২) সম্পদের উত্তম ব্যবহার
Proper Utilization of Resources

আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের মাধ্যমে যেমন একটি দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ঘটে, তেমনি উন্নত যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তিবিদ্যা আমদানির ফলে দেশের প্রাকৃতিক সম্পত্তিগুলোর উত্তম ব্যবহার ঘটে এবং উৎপাদিত পণ্যের বাজার বিস্তৃত হয়।

(৩) আবশ্যকীয় পণ্য আমদানি
Importing Essential Goods

মানুষের মৌলিক চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে আমদানির ভূমিকা অপরিহার্য। কোনো দেশে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের স্বল্পতা বা ঘাটতি দেখা দিলে আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী আমদানি করে অভাব পূরণ করা যায়।

(৪) রপ্তানি আয় বৃদ্ধি
Export Receipt Growth

কোনো দেশ তার প্রয়োজনের তুলনায় বেশি পণ্য উৎপাদন করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত পণ্য বিদেশে রপ্তানি করতে পারে। ফলে রপ্তানি বৃদ্ধি পায়। যেকোনো অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতিতে এই রপ্তানি আয় বৃদ্ধি ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। বাংলাদেশের মতো মধ্যম আয়ের দেশের ক্ষেত্রে অর্থনীতিতে রপ্তানির ভূমিকা নিচে দেওয়া হলো :

পণ্য রপ্তানি আয়

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

সাল	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮
প্রাথমিক পণ্য	১,৩৭৯	১,২৬৬	১,৩০৫	১,২৪৮	১,৩৩৮
শিল্পজাত পণ্য	২৮,৮০৮	২৯,৯৪৩	৩২,৯৫২	৩৩,৪০৮	৩৫,৩৩০
মোট	৩০,১৮৭	৩১,২০৯	৩৪,২৫৭	৩৪,৬৫৬	৩৬,৬৬৮

উৎস : রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ২০১৮।

(৫) কারিগরি ও প্রযুক্তি জ্ঞানের প্রসার
Expansion of Technical and Technological Knowledge

যে সমস্ত অনুন্নত বা স্বল্পোন্নত দেশ কারিগরি ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানের দিক থেকে পিছিয়ে রয়েছে, সেসব দেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে শিল্পোন্নয়নের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জ্ঞান, প্রযুক্তিগত দক্ষতা অর্জন করতে পারে। এ ছাড়া দেশের উৎপাদনের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

(৬) মূলধনের গতিশীলতা বৃদ্ধি
Increasing the Mobility of Capital

একটি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে মূলধনের গতিশীলতা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখে। বিভিন্ন দেশের সাথে আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য সংশ্লিষ্ট দেশের মূলধনের আমদানি ও রপ্তানির গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়।

(৭) মানবসম্পদ রপ্তানি
Export of Human Resources

আন্তর্জাতিক ব্যবসায় একটি দেশের মানবসম্পদ তৈরি ও রপ্তানিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ে যুক্ত দেশগুলো মানবসম্পদ রপ্তানির মাধ্যমে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারে। এতে যেমন দেশের বেকারত্ব দূর হয়, তেমনি দক্ষ জনগোষ্ঠী তৈরি হয়।

পরিশেষে বলা যায়, বিশ্বায়নের এই যুগে সকল দেশই অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের ওপর নির্ভরশীল। একটি দেশের সাধারণ ভোক্তা, উৎপাদক থেকে শুরু করে সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ওতপ্রোতভাবে আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের ওপর নির্ভরশীল। তাই বলা যায়, সামগ্রিক বিশ্বের উন্নয়নে আন্তর্জাতিক ব্যবসায় গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে।

সারসংক্ষেপ :

বিশ্বায়ন হচ্ছে সামগ্রিক বিশ্বের এমন একটি আর্থ-সামাজিক কর্মসূচি, যার মাধ্যমে বিশ্বের আর্থ-সামাজিক ও সাস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে এককভাবে বিবেচনা করে অভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। একাধিক দেশ যখন আইনগত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পণ্য-সেবা লেনদেনের একটি বিশেষ সম্পর্কে আবদ্ধ হয়, তাকে আন্তর্জাতিক ব্যবসায় বলে। আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের মাধ্যমে শুধুমাত্র বিক্রয় বৃদ্ধি, ঝুঁকি কমানো বা সম্পত্তি অর্জন হয় না; বরং দেশের ভোক্তা, উৎপাদক এবং দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন একান্তভাবেই আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের ওপর নির্ভরশীল। পরিশেষে বলা যায়, সামগ্রিক বিশ্ব উন্নয়নে আন্তর্জাতিক ব্যবসায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পাঠ-১.২ আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ে প্রবেশের ধরন
Entry modes of International Business

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- একটি বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে কীভাবে বিভিন্ন ধরন প্রয়োগ করে তা বর্ণনা করতে পারবেন; এবং
- বিভিন্ন ধরনের সুবিধা-অসুবিধা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

নতুন বাজারে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের অনেক সাফল্য নির্ভর করে বাজারটিতে প্রতিষ্ঠানটির প্রবেশ ও পরিচালনার ধরন ও কার্যক্রমের সামগ্রিক কাঠামোর ওপর। এই পাঠে প্রবেশের বিভিন্ন ধরন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, যা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অন্য দেশে ব্যবসায় প্রসারিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ে প্রবেশের ধরন
Entry modes of International Business

দেশের সীমানা পেরিয়ে যখন বিদেশের বাজারে প্রবেশ করা হয়, তখন ব্যবসায়ের ধরন, আকৃতি কিংবা প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়ে যায়। এই ব্যবসায়ের ধরন বা প্রকৃতি কেমন হবে, তা বিভিন্ন উপাদান যেমন–আইনগত উদ্দেশ্য, সামর্থ্য, তত্ত্বাবধায়ক ব্যবসায়ের ঝুঁকি ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে।

আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের প্রবেশের সময় ব্যবসায়প্রতিষ্ঠান ও সরকারকে সিদ্ধান্ত নিতে হয় তারা ব্যবসায়ের কোন ধরন গ্রহণ করবে। কোনো প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে কোন ধরন বেছে নিতে পারে তা নিম্নে দেখানো হলো :

<table>
<tr><td rowspan="3">পরিচালনাগত পরিবেশ

বস্তুগত ও সামাজিক উপাদান

প্রতিযোগিতামূলক উপাদান</td><td colspan="3">কার্যক্রম
উদ্দেশ্য
কৌশল</td></tr>
<tr><td colspan="3">উপায় (Means)</td></tr>
<tr><td>ধরন (Modes)
➢ আমদানি ও রপ্তানি
➢ ভ্রমণ ও পরিবহন
➢ লাইসেন্সিং ও ফ্র্যাঞ্চাইজিং
➢ টার্নকি প্রকল্প ব্যবস্থাপনা চুক্তি
➢ প্রত্যক্ষ ও পোর্টফলিও বিনিয়োগ</td><td>কার্যক্রম
➢ বিপণন
➢ বিশ্বব্যাপী উৎপাদন ও সরবরাহ চেইন ব্যবস্থাপনা
➢ হিসাবরক্ষণ
➢ অর্থায়ন
➢ মানবসম্পদ</td><td>বিকল্প
➢ দেশ নির্বাচন
➢ সংগঠন ও নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি</td></tr>
</table>

(১) আমদানি ও রপ্তানি
Import and Export

(ক) পণ্যদ্রব্য আমদানি ও রপ্তানি
Merchandise Import & Export

আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে ছোট প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে পণ্যদ্রব্য আমদানি ও রপ্তানি সর্বাধিক জনপ্রিয় পদ্ধতি। পণ্যদ্রব্য যখন একটি দেশের বাইরে প্রেরণ করা হয় তাকে পণ্যদ্রব্য রপ্তানি এবং পণ্যদ্রব্য যখন একটি দেশে আনা হয় তাকে পণ্যদ্রব্য আমদানি বলা হয়। যেমন : বাংলাদেশ হতে তৈরি পোশাক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো হলে তা বাংলাদেশের জন্য রপ্তানি, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য আমদানি হিসেবে গণ্য হবে।

খ) সেবা আমদানি ও রপ্তানি
Service Import and Export

সাধারণত আমদানি ও রপ্তানি বলতে পণ্যদ্রব্যের আমদানি ও রপ্তানিকে বোঝানো হয়। পণ্যদ্রব্য ছাড়াও দৃশ্যমান নয়, এমন কোনো কিছু বিনিময়ের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক আয়কে আমরা সেবা আমদানি ও রপ্তানি হিসেবে গণ্য করি। কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যদি সেবা প্রদানের মাধ্যমে অর্থ আয় করে তাকে সেবা রপ্তানি এবং কোনো ব্যাক্তি বা প্রতিষ্ঠান যদি সেবা গ্রহণের মাধ্যমে অর্থ পরিশোধ করে তাকে সেবা আমদানি বলা হয়। বর্তমান আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সেবা সবচেয়ে দ্রুততম বৃদ্ধির খাত গঠন করেছে। ভ্রমণ, পরিবহন, ব্যাংকিং, বীমা, সম্পত্তির ব্যবহার, ট্রেডমার্ক, পেটেন্ট, কপিরাইট ইত্যাদি এ ধরনের সেবার উদাহরণ।

(২) লাইসেন্সিং
Licensing

লাইসেন্সিং হলো এমন এক ধরনের চুক্তিব্যবস্থা, যার মাধ্যমে লাইসেন্সদাতা (Licensor) একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অন্য একটি সত্তাকে (লাইসেন্সগ্রহীতা) তার অদৃশ্যমান সম্পত্তির অধিকার মঞ্জুর করে এবং তার বিনিময়ে লাইসেন্সদাতা লাইসেন্সগ্রহীতার (Licensee) নিকট থেকে রয়ালটি ফি গ্রহণ করেন। এ ধরনের অদৃশ্যমান সম্পত্তির উদাহরণ হলো : আবিষ্কার সূত্র, প্রক্রিয়া, প্রযুক্তি, কপিরাইট, ট্রেডমার্ক ইত্যাদি।

সুবিধাসমূহ :

(ক) যেহেতু সাধারণ আন্তর্জাতিক লাইসেন্সিং চুক্তিতে একটি বিদেশি বাজারে কার্যক্রম চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন লাইসেন্সগ্রহীতা গ্রহণ করে থাকে, সে কারণে কোনো প্রকার বিনিয়োগ ছাড়া লাইসেন্সদাতা তার কার্যক্রম বিভিন্ন দেশে বৃদ্ধি করতে পারে।

(খ) এ ধরনের বিনিয়োগ লাইসেন্সগ্রহীতা ও বিশেষ করে, লাইসেন্সদাতার জন্য কম ঝুঁকিপূর্ণ। যেহেতু এটি কোনো বিনিয়োগ প্রতিজ্ঞা নয়, অপরিচিত বা রাজনৈতিকভাবে অস্থির কোনো দেশে বিনিয়োগ করার ক্ষেত্রে লাইসেন্সদাতাকে কোনো ঝুঁকি মোকাবেলা করতে হয় না।

(গ) যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান বৈদেশিক বাজার বৃদ্ধির বিষয়ে আগ্রহী; কিন্তু প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাব রয়েছে তাদের জন্য লাইসেন্সিং বেশ আকর্ষণীয়।

(ঘ) লাইসেন্সিং অনুমতি গ্রহণের মাধ্যমে লাইসেন্সগ্রহীতা তার উৎপাদন প্রযুক্তির মধ্যে নতুনত্ব আনতে পারে এবং তার নিজস্ব প্রতিযোগিতামূলক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে পারে।

অসুবিধাসমূহ :

(ক) যেহেতু লাইসেন্সদাতা উৎপাদন, বিপণন বা কৌশলসমূহের ওপর শক্ত নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে না, তখন পণ্যের মানের ধারাবাহিকতা কমে যেতে পারে।

(খ) বিশ্বব্যাপী বাজারে প্রতিযোগিতা করার জন্য কৌশলগত সমন্বয়ের প্রয়োজন হয়, যেমন বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য অনেক সময় একটি প্রতিষ্ঠান এক দেশের প্রতিযোগিতামূলক আক্রমণ ঠেকানোর জন্য অন্য দেশে অর্জিত আয় ব্যবহার করার কৌশল গ্রহণ করে থাকে, যা লাইসেন্সের মাধ্যমে সম্ভব হয় না।

(গ) আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা অর্জনের জন্য সে প্রতিষ্ঠানের প্রযুক্তিগত জ্ঞান (know-how) খুব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু লাইসেন্সিং চুক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান তার প্রযুক্তিগত জ্ঞানের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে না।

(৩) ফ্র্যাঞ্চাইজিং
Franchising

লাইসেন্সিংয়ের একটি বিশেষ রূপ হচ্ছে ফ্র্যাঞ্চাইজিং, যেখানে শুধুমাত্র অদৃশ্যমান সম্পত্তি (সাধারণত ট্রেডমার্ক) বিক্রি করে না, সেই সাথে ফ্র্যাঞ্চাইজিং কীভাবে তার ব্যবসা পরিচালনা করবে, সে সম্পর্কে কঠোর নিয়ম মেনে চলতে সম্মত হয়। ফ্র্যাঞ্চাইজার (Franchisor) রয়্যালটি আয় হিসেবে ফ্র্যাঞ্চাইজির (Franchisee) আয়ের কিছু শতাংশ পেয়ে থাকে। ফ্র্যাঞ্চাইজিংয়ের একটি বড় উদাহরণ হলো ম্যাকডোনাল্ড, যারা তাদের ফ্র্যাঞ্চাইজিংগুলোর খাবারের মেন্যু, রান্নার পদ্ধতি, কর্মীনীতি, রেস্তোরাঁর নকশা, অবস্থান, সরবরাহের চেইন, ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণসহ আর্থিক সহায়তা দান করে থাকে।

সুবিধাসমূহ :

(ক) ফ্রাঞ্চাইজারের বৈদেশিক বাজার সম্প্রসারণ সম্পর্কিত ব্যয় ও ঝুঁকি কমে যায়। বিশেষ করে সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো এই কৌশল অবলম্বন করে তুলনামূলক স্বল্প ব্যয়ে দ্রুত তাদের আন্তর্জাতিক ব্যবসায় সম্প্রসারণ করতে পারে।

(খ) আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বাজারে বিভিন্ন ধরনের মানসম্মত পণ্য তৈরির ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সম্ভব হয়।

অসুবিধাসমূহ :

(ক) ফ্র্যাঞ্চাইজিংয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অসুবিধা হলো মাননিয়ন্ত্রণ। ভৌগোলিক দূরত্বের কারণে এবং ফ্র্যাঞ্চাইজির পরিমাণ বেশি হলে পণ্য ও সেবার গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

(খ) ফ্র্যাঞ্চাইজিংয়ের সাথে বিভিন্ন ধরনের খরচ সম্পৃক্ত আছে। যেমন : সেবা খরচ, অনুসন্ধান খরচ, সম্পত্তির অধিকার রক্ষা খরচ, তত্ত্বাবধান খরচ ইত্যাদি, যা এর মোট খরচকে বাড়িয়ে তোলে।

(গ) ফ্র্যাঞ্চাইজারের জন্য বৈশ্বিক কৌশলগত সমন্বয় (Global Strategic Coordination) করা কঠিন হয়ে থাকে।

(৪) টার্নকি প্রকল্প
Turnkey Projects

টার্নকি প্রকল্প চুক্তিটি এমন একটি ব্যবস্থা, যাতে কোনো প্রতিষ্ঠান বিদেশের বাজারে সমস্ত প্রয়োজনীয় কার্যভিত্তিক সংস্থাপনের জন্য দায়বদ্ধ হয় এবং পূর্বনির্ধারিত প্রয়োজনীয়তা সম্পন্ন হলে ব্যবসায়টি পরিচালনার জন্য বিদেশি স্বত্বাধিকারীকে হস্তান্তর করে। 'টার্নকি' শব্দটি পরিচালনা শুরু করার জন্য দরজার চাবি খোলার প্রয়োজনের ধারণার ভিত্তিতে ব্যবহার করা হয়েছে। টার্নকি প্রকল্পগুলো রাসায়নিক, ফার্মাসিউটিক্যাল, পেট্রোলিয়াম শোধনাগার, ধাতব শোধনাগার ইত্যাদি জটিল এবং ব্যয়বহুল উৎপাদন প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।

সুবিধাসমূহ :

(ক) প্রযুক্তিগতভাবে জটিল প্রক্রিয়া, যেমন পরিশোধক পেট্রোলিয়াম বা ইস্পাতের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক আয়ের একটি বড় উপায় হলো টার্নকি প্রকল্প। বিশেষত সেই সমস্ত তত্ত্বাবধায়ক দেশে, যেখানে বিশেষ মূলধন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ অনেক তেল রপ্তানিকারক দেশ তেল খাতে বিদেশি কোনো সরাসরি বিনিয়োগ অনুমোদন দেয় না। বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলো এ ক্ষেত্রে টার্নকি প্রকল্পের মাধ্যমে সে সকল দেশের বাজারে প্রবেশ করতে পারে।

(খ) কিছু দেশ রয়েছে, যাদের সম্পদ থাকলেও প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির অভাব রয়েছে। টার্নকি প্রকল্পের মাধ্যমে যেমন এ সমস্ত দেশ বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারে, তেমনি বিক্রয় প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের মূল্যবান কারিগরি জ্ঞান ব্যবহার করে মুনাফা অর্জন করতে পারে।

(গ) রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিকভাবে অস্থিতিশীল দেশগুলোতে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ, সে ক্ষেত্রে বলা যায়, টার্নকি প্রকল্প প্রচলিত বিদেশি সরাসরি বিনিয়োগ (FDI)-এর চেয়ে কম ঝুঁকিপূর্ণ।

অসুবিধাসমূহ :

(ক) অনেক সময় দীর্ঘ মেয়াদে টার্নকি প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান তাদের আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। বিশেষ করে কোনো দেশ যখন কোনো পণ্য উৎপাদনের জন্য বড় বাজার হিসেবে বৃদ্ধি পায়, রপ্তানি কার্যক্রম শুরু করে তাদের জন্য দীর্ঘ মেয়াদে এই চুক্তির অনুপস্থিতি অসুবিধা তৈরি করে।

(খ) যে বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলো টার্নকি প্রকল্পে প্রবেশ করে তারা অজান্তেই দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর দক্ষ প্রতিযোগী হিসেবে প্রতিযোগিতা শুরু করতে পারে। যেমন : সৌদি আরব, কুয়েত ও অন্যান্য উপসাগরীয় অঞ্চলে যে পশ্চিমা সংস্থাগুলো তেল পরিশোধন প্রযুক্তি বিক্রি করেছিল, সেই রাষ্ট্রগুলোই এখন বিশ্বের তেল বাজারে সেই সংস্থাগুলোর সাথে প্রতিযোগিতা করছে।

(গ) কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রক্রিয়া প্রযুক্তি (Process technology) যদি তার প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা (Competitive advantage) হয়ে থাকে, তবে টার্নকি প্রকল্পে অংশগ্রহণ করে প্রযুক্তিটি বিক্রির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি তার প্রতিযোগিতামূলক সুবিধাটি সম্ভাব্য বা প্রকৃত প্রতিযোগীর কাছে বিক্রি করে ফেলে।

(৫) ব্যবস্থাপনা চুক্তি
Management Contract

ব্যবস্থাপনা চুক্তির ক্ষেত্রে কোনো একটি প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপকীয় দক্ষতা সরবরাহ করে থাকে। তত্ত্বাবধায়ক দেশের প্রতিষ্ঠানের যদি ব্যবস্থাপকীয় সামর্থ্য না থাকে তখন সংশ্লিষ্ট দেশের প্রতিষ্ঠানকে প্রায়োগিক দক্ষতা বা ব্যবস্থাপকীয় দক্ষতা সরবরাহ করা হয়। আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনা চুক্তির মাধ্যমে যেমন তত্ত্বাবধায়ক দেশ বিদেশি দক্ষতা অর্জনের সুযোগ পায়, তেমনি বিদেশি সংস্থাগুলোয় মালিকানা নিয়ন্ত্রণ হ্রাস পায়। বিনিময়ে ব্যবস্থাপনা সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান মূলধন বিনিয়োগ না করে আয় করতে সক্ষম হয়। সাধারণত যে সমস্ত ব্যবস্থাপনা সম্পর্কীয় কার্যক্রম এর অন্তর্ভুক্ত, তা হলো :

- প্রযুক্তিগত উৎপাদন; যেমন : পণ্য উৎপাদন।
- মানবসম্পদ পরিচালনা; যেমন : কর্মী প্রশিক্ষণ।
- আর্থিক পরিচালনা; যেমন : হিসাবরক্ষণ।
- বিপণন সেবা; যেমন : প্রচার।

কোন কার্যক্রমটি ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের কাছে হস্তান্তর করা হবে, তা নির্ভর করে তত্ত্বাবধায়ক দেশের প্রতিষ্ঠানটির প্রয়োজনের ওপর ভিত্তি করে।

সুবিধাসমূহ :

(ক) ব্যবস্থাপনা চুক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটির সময় যেমন সাশ্রয় হয়, তেমনি কাজের ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করা যায়।

(খ) এই চুক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বগুলোর যথার্থ বণ্টন হয়। এতে প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে।

অসুবিধাসমূহ :

(ক) এই চুক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি তার পরিচালনার কিছু নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানটিতে স্থানান্তর করে। ফলে প্রতিষ্ঠানটির নিজস্ব কার্যক্রমের ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে না।

(খ) চুক্তিটি কার্যকর করার জন্য প্রতিষ্ঠানটিকে তাদের অনেক গোপনীয় তথ্য, যেমন–পণ্য, অর্থায়ন ইত্যাদি ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করতে হয়। যেহেতু তথ্যগুলো তখন সেই নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানটির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, সুতরাং তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষার ঝুঁকি তৈরি হয়।

(৬) বৈদেশিক বিনিয়োগ
Foreign Investment

বিদেশি কোনো প্রতিষ্ঠান তত্ত্বাবধায়ক দেশে বিনিয়োগ করলে তাকে বৈদেশিক বিনিয়োগ বলে। বৈদেশিক বিনিয়োগ দুটি কাঠামোতে হতে পারে। যথা :

(ক) বৈদেশিক পোর্টফলিও বিনিয়োগ

(খ) বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ

নিম্নে এ ধরনের বিনিয়োগ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

(ক) বৈদেশিক পোর্টফলিও বিনিয়োগ
Foreign Portfolio Investment

অর্থ অর্জনের লক্ষ্যে কোনো বিদেশি প্রতিষ্ঠানের বন্ড, স্টক বা অন্যান্য আর্থিক সম্পত্তির মালিকানা গ্রহণ করাকে বৈদেশিক পোর্টফলিও বিনিয়োগ বলা হয়। এই ধরনের বিনিয়োগ পণ্য ও সেবা উৎপাদনের সাথে জড়িত থাকে না। তত্ত্বাবধায়ক দেশের প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণও এর মুখ্য বিষয় নয়। এই ধরনের বিনিয়োগকে দুটি বিভাগে বিভক্ত করা যায়।

- কৌশলগত বিনিয়োগ (Strategic Investment) বলতে সেই সমস্ত সম্পত্তি কেনা ও দীর্ঘ মেয়াদে ধরা রাখা বোঝায়, যার দীর্ঘ মেয়াদে বৃদ্ধির সম্ভাবনা কিংবা আয়ের ফলন রয়েছে কিংবা উভয়ই হতে পারে।
- ট্যাকটিকাল বিনিয়োগ (Tactical Investment) বলতে স্বল্প মেয়াদে লাভ অর্জনের আশায় বন্ড, স্টক বা সম্পত্তির সক্রিয় ক্রয়-বিক্রয়কে বোঝায়।

সুবিধাসমূহ :

(ক) বিনিয়োগের ঝুঁকি হ্রাস করে।

(খ) বিনিয়োগকারীরা যখন পোর্টফলিওর জন্য স্টক কেনেন, তখন তাঁরা কার্যকরভাবে স্টকের সাথে সম্পর্কিত মুদ্রাও কেনেন। বিনিয়োগকারীর আন্তর্জাতিক পোর্টফলিও মুদ্রার মান উঠানামা করে নিরপেক্ষ করতে সহায়তা করে।

অসুবিধা :

বিনিয়োগকারীরা সাধারণত আন্তর্জাতিক স্টক ক্রয় ও বিক্রয় করার সময় কমিশন ও অন্যান্য চার্জে বেশি অর্থ প্রদান করে থাকেন, যা লেনদেনের ব্যয় বৃদ্ধি করে তাদের সামগ্রিক আয় কমিয়ে দেয়।

(খ) বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ
Foreign Direct Investment

বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ হলো এমন এক ধরনের বিনিয়োগ, যেখানে বিনিয়োগকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তত্ত্বাবধায়ক দেশের কোনো নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগের মাধ্যমে মালিকানা অর্জন অথবা সরাসরি সেখানে নিজের প্রতিষ্ঠানের শাখা প্রতিষ্ঠা বা খুলে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, ২০০৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক অ্যাপল তাদের তৃতীয় বৃহত্তম বাজার, চীনে গবেষণা ও উন্নয়নের কাজকে তরান্বিত করতে ৫০৭.১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করেছিল।

বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ কাঠামো গ্রিনফিল্ড বিনিয়োগ হিসেবেও বিবেচনা করা হয়। এ ক্ষেত্রে বিদেশে নিজের কোনো প্রতিষ্ঠানের শাখা খোলা বা বৈদেশিক আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে কোনো কোম্পানিতে মূলধন বিনিয়োগ করে সংশ্লিষ্ট কোম্পানির স্বত্ব অর্জন করে।

সুবিধাসমূহ :

(ক) বিদেশি বাজারে প্রবেশের জন্য এটি একটি কার্যকর উপায়। বিশেষ করে মূল্যবান ধাতু ও জীবাশ্ম জ্বালানির মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ অর্জনের জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

(খ) শ্রমবাজার সস্তা হলে এবং বিদেশি বাজারে কম বিধি-নিষেধযুক্ত লক্ষ্যমাত্রা হলে বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীর উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায়।

(গ) তত্ত্বাবধায়ক দেশের নতুন ব্যবসায়ীদের জন্য বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ বহিরাগত মূলধনের উৎস হিসেবে কাজ করে এবং বর্ধিত রাজস্ব সরবরাহ করে। এটি একটি উন্নয়নশীল দেশের জন্য বহিঃমূলধনের বড় একটি উৎস হতে পারে, যা দেশটির অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য সহায়ক। এর ফলে নতুন কর্মসংস্থানও সৃষ্টি হয়।

(ঘ) এ ধরনের বিনিয়োগসংক্রান্ত অর্থনৈতিক কার্যক্রম থেকে তত্ত্বাবধায়ক দেশ যে রাজস্ব আয় করে থাকে তা সরকার সে দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য ব্যবহার করতে পারে। এর ফলে জীবনযাত্রার মানও বৃদ্ধি পায়।

(ঙ) বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশসমূহ নিজ দেশে নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠা ও বাজার সৃষ্টি করতে পারে।

(চ) এ ব্যবস্থার মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক দেশ বিনিয়োগকারীদের নিকট হতে 'সেরা অনুশীলনসমূহ' চর্চা, পরিচালনার কৌশল, সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার সুযোগ পায়, যা তাদের স্থানীয় ব্যবসা ও শিল্প বিকাশে সহায়তা করে।

অসুবিধাসমূহ :

(ক) কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ শিল্পগুলোতে বিদেশি মালিকানা দেওয়া হলে তত্ত্বাবধায়ক 'তুলনামূলক সুবিধা' (Comparative advantage) হ্রাস পায়।

(খ) এ ধরনের বিনিয়োগের মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক দেশে বৃহৎ প্রতিষ্ঠান প্রবেশ করতে পারে, যা স্থানীয় ব্যবসায়ীদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে।

(গ) অনেক সময় বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগ হতে অর্জিত মুনাফা তত্ত্বাবধায়ক দেশে পুনর্বিনিয়োগ না করে মুনাফার প্রত্যাবাসন করে থাকেন। এ পরিস্থিতিতে তত্ত্বাবধায়ক দেশের বৃহৎ একটি মূলধনের বহিঃপ্রবাহ ঘটে।

সারসংক্ষেপ :

দেশের সীমানা পেরিয়ে বাইরে ব্যবসায় পরিচালনা করার সময়ে ব্যবসায়প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের পরিচালনার স্বাভাবিক পদ্ধতিগুলোর সাথে কিছু কৌশল সমন্বয় করতে হয়। একটি ব্যবসায় আমদানি, রপ্তানি, লাইসেন্সিং, ফ্র্যাঞ্চাইজিং, টার্নকি প্রকল্প, ব্যবস্থাপনা চুক্তি, বৈদেশিক বিনিয়োগ ইত্যাদি কৌশল গ্রহণ করে আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ে অংশগ্রহণ করতে পারে।

পাঠ-১.৩ আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের ওপর বাহ্যিক প্রভাব

External Influence on International Business

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের ওপর অর্থনৈতিক পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের ওপর রাজনৈতিক পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে জানতে পারবেন; এবং
- আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের ওপর আইনগত পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে জানতে পারবেন।

আন্তর্জাতিক পণ্য, সেবা ও মূলধন লেনদেনের সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠানসমূহ বিভিন্ন রকম অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কারণ দ্বারা প্রভাবিত হয়। দেশগুলোর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আইনি ব্যবস্থার ভিন্নতা আন্তর্জাতিক ব্যবসায়কে আরো জটিল করে তুলেছে। এই সমস্ত পার্থক্য আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের অনুশীলনের ক্ষেত্রে বড় ধরনের প্রভাব ফেলতে সক্ষম। এই পাঠে বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজকে সরাসরি প্রভাবিত করতে পারে, এমন বাহ্যিক পরিবেশ–অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আইনগত পরিবেশ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

অর্থনৈতিক পরিবেশ

Economic Environment

আন্তর্জাতিক বাজারের পরিবেশে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যটির একটি হলো অর্থনৈতিক মাত্রা। সাধারণত কোনো দেশের অর্থনীতিতে যে সকল বাহ্যিক উপাদান ভোক্তাদের ক্রয়ক্ষমতা ও ব্যয়ের ধরনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে সেগুলোর সমষ্টিকে অর্থনৈতিক পরিবেশ বা অর্থনৈতিক উপাদান বলে। উৎপাদনকারী বা বিপণনকারীকে তার নিজের দেশের এবং সেই সাথে বিশ্ববাজারের ভোক্তাদের ক্রয়ক্ষমতা, ব্যয়ের ধরন ও ভোগপ্রবণতাকে বিবেচনা করতে হয়, বিভিন্ন দেশের আয় বণ্টনের স্তরে কিছু পার্থক্য রয়েছে। যেমন :

(ক) যেসব দেশের অস্তিত্ব রক্ষামূলক সে সকল দেশের ভোক্তারা নিজেদের কৃষিপণ্য ও অল্প বিস্তর শিল্পপণ্য ভোগ করার সুযোগ পায়।

(খ) যে সকল দেশের শিল্প অর্থনীতির সাথে আন্তর্জাতিক বাজারের সম্পর্ক রয়েছে, সে সকল দেশের বাজারে বিভিন্ন ধরনের পণ্য রয়েছে এবং ভোক্তারা বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রকার পণ্য ভোগ করার সুযোগ পায়।

(গ) উন্নয়নশীল অর্থনৈতিক অবস্থা এবং দুই ধরনের অর্থনীতির মাঝামাঝি অবস্থান করে যেখানে সঠিক পণ্য বিপণনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সুযোগ বিদ্যমান রয়েছে।

যে সমস্ত প্রধান অর্থনৈতিক বিষয়গুলো আন্তর্জাতিক ব্যবসায়কে প্রভাবিত করে তা নিম্নে আলোচনা করা হলো :

(১) মুদ্রাস্ফীতি

Inflation

মুদ্রাস্ফীতি হলো বিভিন্ন পণ্য ও সেবা ব্যয়ের একটি সূচক, যার দ্বারা একটি দেশের সামগ্রিক সরবরাহের তুলনায় দ্রুত সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি পায় তখন আয়ের বৃদ্ধির তুলনায় পণ্যের দাম দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। ফলে মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং গ্রাহকদের পণ্য কেনা কঠিন হয়ে পড়ে, যা দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে মন্থর করে দেয়।

(২) বেকারত্ব

Unemployment

কোনো দেশের মোট বেকার শ্রমিককে মোট শ্রমশক্তি দ্বারা ভাগ করলে বেকারত্বের হার পাওয়া যায়। বেকারত্ব দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, সেই সাথে সামাজিক চাপ তৈরি করে এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করে।

(৩) ঋণ
Debt
ঋণ হলো সরকারের মোট আর্থিক দায়বদ্ধতার পরিমাণ, যা সরকার গ্রহণ করে থাকে এর জনসংখ্যা, বিদেশি সংস্থা, বিদেশি সরকার এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে। একটি দেশের সরকার যখন তার ঋণ পরিশোধ করতে পারে না এবং খেলাপি হতে বাধ্য হয়, তখন সে দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। সেই সাথে এর প্রভাব অন্যান্য দেশের অর্থনীতির ওপর নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে, বিশেষ করে সংকটে থাকা দেশটি যদি বিশ্ব অর্থনীতির সাথে গুরুত্ব সহকারে যুক্ত থাকে।

(৪) আয় বণ্টন
Income Distribution
গড়ে লক্ষ করা গেছে যে আয় বৈষম্যের বৃদ্ধি মাথাপিছু ট্রানজিশনাল জিডিপি (Transitional GDP per capita) বৃদ্ধি কমিয়ে দেয় এবং দীর্ঘ মেয়াদে মাথাপিছু জিডিপির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

(৫) আন্তর্জাতিক বাজারে ভোক্তার ব্যয়ের ধরনের পরিবর্তনশীলতা
Changing Consumer Spending Pattern in International Market
সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্য বা সেবা খাতে ভোক্তাদের পছন্দ-অপছন্দ, ব্যয়ের ধরন পরিবর্তিত হচ্ছে। জনসাধারণের জীবনযাপনের মান, সঞ্চয়ের প্রবণতা, সুদের হার ইত্যাদি পণ্য বা সেবা বাজারে প্রচুর প্রভাব বিস্তার করে। মানুষের আয় বৃদ্ধি পেলে খাদ্য, বস্ত্র ইত্যাদির সাথে সাথে চিকিৎসা, বাসস্থান, পরিবহন, শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিনোদনে প্রচুর পরিমাণে ব্যয় করছে, তবে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ দেশভেদে ভিন্ন হয়। ব্যয় বৃদ্ধির সাথে সাথে ভোক্তার পছন্দ, রুচি, ব্যয়ের ধরনও পরিবর্তন হচ্ছে।

(৬) সঞ্চয়ের হার ও ঋণ প্রাপ্যতা
Saving Rate and Availability of Loans
ব্যাংকের সুদের হার বৃদ্ধি পেলে জনগণের মধ্যে সঞ্চয়প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। সঞ্চয়ের বৃদ্ধির ফলে ঋণের সহজলভ্যতা তৈরি করে, ফলে দেশে শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। উৎপাদন ও ভোগ বৃদ্ধি পায়, জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায়। বৈদেশিক বাণিজ্যও তরান্বিত হয়।

(৭) শ্রম ব্যয় ও উৎপাদনশীলতা
Labor Cost and Productivity
অনেক পণ্য বা সেবার জন্য, শ্রম ব্যয় মোট ব্যয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ফলস্বরূপ প্রতিষ্ঠানগুলো সারা বিশ্বের মধ্যে স্বল্পব্যয়কারী ও উচ্চব্যয়কারী দেশগুলোর মধ্যে তুলনামূলক ব্যয়ের গণনা করে এবং সাধারণত তাদের উৎপাদনশীলতা যাচাই করে কম শ্রমমূল্যের উচ্চ উৎপাদনশীল দেশগুলোতে কার্যক্রম চালাতে আগ্রহী হয়।

রাজনৈতিক ও আইনগত পরিবেশ
Political and Legal Environment
আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশের প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম বিভিন্ন রাজনৈতিক ও আইনগত বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হয়। সে কারণে প্রতিষ্ঠানের দক্ষ পরিচালকগণকে সংশ্লিষ্ট দেশের সরকারের ধরন, সরকারি নীতির স্থিতিশীলতা ও স্থায়িত্ব, বিভিন্ন রাজনৈতিক ঝুঁকি ও সুবিধাগুলোকে সতর্কতার সাথে বিশ্লেষণ করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হয়।

রাজনৈতিক পরিবেশ
Political Environment
সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলিকে প্রভাবিত বা নিয়ন্ত্রিত করে এমন আইন, সরকারি সংস্থা এবং স্বার্থসংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বয়ে সৃষ্ট পরিবেশকে রাজনৈতিক পরিবেশ বলে। নিম্নে রাজনৈতিক পরিবেশের উপাদানগুলোর প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা হলো :

(ক) সমাজে সরকারের ভূমিকা
Role of Government in Society
রাজনৈতিক ব্যবস্থার লক্ষ্য একটি সমাজের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে সমন্বয় করা। দুটি মানের ওপর ভিত্তি করে একটি দেশের রাজনৈতিক পরিবেশের মূল্যায়ন করা হয়–এটি কী পরিমাণ স্বতন্ত্রতাবাদ বনাম সমষ্টিবাদকে জোর দেয় এবং এটি কী পরিমাণ গণতান্ত্রিক বনাম স্বৈরাচারী। (স্বতন্ত্রতাবাদ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে প্রাধান্য দেয়। অন্যদিকে সমষ্টিবাদে সমাজের প্রয়োজনকে ব্যক্তিগত প্রয়োজনের ওপর প্রাধান্য দেওয়া হয়।)
স্বতন্ত্রবাদভিত্তিক দেশগুলো ন্যায্য প্রতিযোগিতা প্রসারের মাধ্যমে সমাজের কল্যাণ সাধনের জন্য ব্যবসায়ীদের উৎসাহিত করে। যখন বাজারে অসম প্রতিযোগিতা তৈরি হয়, সরকার আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের মাধ্যমে তা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।
সমষ্টিবাদকে সমর্থনকারী রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সরকার সামাজিক সাম্যতা, শ্রম অধিকার, আয়ের সাম্যতা ও কর্মক্ষেত্রে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করে, যাতে ব্যক্তি স্বার্থের ওপর জাতীয় স্বার্থ প্রাধান্য পায়।

(খ) রাজনৈতিক মতাদর্শ
Political Ideology
একটি দেশের রাজনৈতিক মতাদর্শ সে দেশে রাজনৈতিক আচরণ ও পরিবর্তনের মতবাদকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং ধারণাকে কাজে রূপান্তরের রূপরেখা তৈরি করে। স্বতন্ত্রবাদ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে প্রাধান্য দেয় এবং সমষ্টিবাদে সমাজের প্রয়োজনকে ব্যক্তিগত প্রয়োজনের ওপর প্রাধান্য দেওয়া হয়। আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ে একটি দেশের ভূমিকা অনেকখানি সে দেশের রাজনৈতিক মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়।

(গ) রাজনৈতিক ঝুঁকি
Political Risk
রাজনৈতিক ঝুঁকি বলতে কোনো দেশের বিনিয়োগের লাভজনকতা এবং স্থায়িত্ব সম্পর্কিত কোনো সিদ্ধান্ত বা কার্যক্রমের ওপর নেতিবাচক প্রভাব বিস্তারকারী হুমকিকে বোঝানো হয়। এ ধরনের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত, ঘটনা বা শর্তগুলো কোনো দেশের ব্যবসায়িক পরিবেশকে এমনভাবে প্রভাবিত করে যে (১) বিনিয়োগকারীদের তাদের বিনিয়োগে কিছু বা সমস্ত মূল্য হতে ব্যয় সংগঠিত হয়, (২) বিনিয়োগকারীদের তাদের প্রত্যাশিত ফেরতের হারের (Rate of return) চেয়ে কম ফেরতের হার মেনে নিতে বাধ্য করে, (৩) স্থানীয় কার্যক্রমের স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে হুমকি প্রদান করে।

আইনগত পরিবেশ
Legal Environment
আইনি ব্যবস্থা (legal system) হলো আনুষ্ঠানিক এখতিয়ারে আইনটি অনুধাবন করা, নির্ধারিত করা, ব্যাখ্যা করা এবং প্রয়োগ করার প্রক্রিয়া। একটি দেশে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার আইন দিয়ে ব্যবসায়িক পরিবেশের অনেক উপাদান নির্ধারণ করা হয়। নিম্নে ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে আইনগত দৃষ্টিভঙ্গির কিছু ধারণা দেওয়া হলো :

(ক) প্রয়োগগত (Operational) বিষয়
প্রতিটি দেশের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানগুলোকে কোনো ব্যবসার শুরু, চালানো ও বন্ধ করার বিষয়ে স্থানীয় আইন মেনে চলতে হয়। কর্মী নিয়োগ, ঋণগ্রহণ, বিনিয়োগকারীদের রক্ষা, কর প্রদান, বৈদেশিক বাণিজ্য ও চুক্তি কার্যকর করার মতো প্রয়োগগত বিষয়গুলোতে তত্ত্বাবধায়ক দেশের প্রযোজ্য আইনগুলো মেনে চলতে হয়।

(খ) কৌশলগত (Strategic) বিষয়
কৌশলগত বিষয় পরিচালকদের প্রতিষ্ঠানটির দীর্ঘমেয়াদি বিষয়গুলোতে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যা প্রতিষ্ঠানটির প্রতিযোগিতামূলক দক্ষতা, লাভজনকতা ও স্থায়িত্বকে প্রভাবিত করে। একটি দেশের আইনি পরিবেশ প্রতিষ্ঠানটির প্রতিটি দিককে প্রভাবিত করে এবং পরিচালকদের পণ্য তৈরি, বিপণন এবং মালিকানা রক্ষায় কৌশলগত সিদ্ধান্তকে রূপ দেয়। এ ধরনের কিছু কৌশলগত বিষয় হলো : পণ্যের উৎস, বাজারের আচরণ, আইনি বিচার বিভাগ, পণ্যের সুরক্ষা ও দায়বদ্ধতা, মেধা সম্পত্তির সুরক্ষা ইত্যাদি।

সারসংক্ষেপ :

আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আইনগত পরিবেশ বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। বিশ্ববাজারে মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্ব, ঋণ, ভোক্তার আয়, ব্যয় ও সঞ্চয়ের প্রবণতা, একটি দেশের উৎপাদনশীলতা ইত্যাদি অর্থনৈতিক পরিবেশের উপাদানগুলোতে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে। রাজনৈতিক ও আইনি ব্যবস্থাগুলো বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়ের নীতি ও গতানুগতিক প্রয়োগের ওপর ভিত্তি করে ভিন্ন হয়। আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ে রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যে রয়েছে সরকারের মতাদর্শ ও ভূমি, রাজনৈতিক ঝুঁকি এবং আইনি পরিবেশের মধ্যে রয়েছে এর প্রয়োগ ও কৌশলগত বিষয়সমূহ।

রেফারেন্স বইসমূহ

- Charles W. L. Hill (2007), International Business : Competing in the Global Marketplace (6/e) McGraw-Hill Higher Education.
- Richard M. Hodgetts, Fred Luthans, and Jonathan P. Doh, International Management : Culture, Strategy and Behavior, (6/e), Tata McGraw-Hill Publishing Company, New Delhi.
- Helen Deresky, International Management : Managing Across Borders and Cultures, (4/e), Prentice-Hall of India Pvt. Ltd. New Delhi.

ইউনিট-উত্তর মূল্যায়ন

১. বিশ্বায়ন কী?
২. আন্তর্জাতিক ব্যবসায় কাকে বলে?
৩. আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে বিশ্বায়নের ভূমিকা আলোচনা করুন।
৪. একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের ভূমিকা আলোচনা করুন।
৫. আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ে প্রবেশের বিভিন্ন ধরনগুলো সুবিধা-অসুবিধাসহ তুলনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করুন।
৬. লাইসেন্সিং ও ফ্র্যাঞ্চাইজিংয়ের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করুন।
৭. টার্নকি প্রকল্প ও ব্যবস্থাপনা চুক্তির মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করুন।
৮. আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ে বৈদেশিক বিনিয়োগের কাঠামো সুবিধা-অসুবিধাসহ আলোচনা করুন।
৯. বৈদেশিক পোর্টফলিও বিনিয়োগ এবং বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করুন।
১০. আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতি কীভাবে অর্থনৈতিক পরিবেশকে প্রভাবিত করতে পারে, তা পর্যালোচনা করুন।
১১. আন্তর্জাতিক বাজারে ভোক্তা ব্যয়ের ধরনের পরিবর্তনশীলতা কীভাবে ব্যবসায়ের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে, তা আলোচনা করুন।
১২. অর্থনৈতিক পরিবেশ বলতে কী বোঝায়? আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারকারী অর্থনৈতিক পরিবেশের উপাদানসমূহ আলোচনা করুন।
১৩. রাজনৈতিক পরিবেশ কাকে বলে? আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারকারী রাজনৈতিক পরিবেশের উপাদানসমূহ আলোচনা করুন।
১৪. আইনগত পরিবেশ কাকে বলে? আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারকারী আইনগত পরিবেশের উপাদানসমূহ আলোচনা করুন।